যুগান্তর

তারিখ 03 APR 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ব্যতিক্রমী পাঠশালা

পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক আর গৎবাঁধা কারিকুলাম— এই তো আমাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় হাতেখড়ির উপকরণ। ইহার বাহিরেও যে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে— উহা আমাদের বোধে দৃঢ়ভাবে কখনোই প্রবেশ করে নাই। ফলে শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিয়া নীতিবাগিশরা বলিয়া উঠেন, উহা তো শিক্ষা নহে। অর্থাৎ কারিকুলাম বা পাঠসূচির বাহিরের উপকরণ। মানুষ শিখে তাহার জীবন প্রতিবেশ হইতে। এই কথাটাই মানিতে চাহেন না অনেক শিক্ষক। আর মানেন না যাহারা শিশুদের জন্য পাঠসূচি তৈরি করেন, প্রয়োগ করার নীতিমালা নির্ধারণ করেন, সেই বিশেষজ্ঞরা। গতানুগতিক পাঠসূচির বাহিরেও যে শিক্ষার অসংখ্য উপকরণ রহিয়াছে, সেই বিষয়টি দেখাইয়া দিয়াছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রুরাল ইমপ্রুভমেন্ট ফাউন্ডেশন (ব্রিফ)। রংপুরের গঙ্গাচড়ার তিস্তা নদীর একটি চরে অবহেলিত, শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের শিশুদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করিতেছে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশু বিকাশ কেন্দ্র (এসবিকে)। এই কেন্দ্রের শিশুদের জন্য নাই কোন পুস্তক। শিশুরা খেলিতে খেলিতে শিখিবে— ইহাই প্রতিষ্ঠানটির নীতি। তাহাদের জন্য ছড়াগান, গল্প আর দলীয়ভাবে অনুসন্ধানমূলক কাজ রহিয়াছে। আর আছে কল্পনা কর্নার, ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্নার। খেলাধুলার নানা সরঞ্জামে পূর্ণ কেন্দ্রটি। এই যে শিক্ষালয়টি চালু করা হইয়াছে গঙ্গাচড়ার নিভৃত চরাঞ্চলের হতদরিদ্র শিশুদের জন্য— ইহার জন্য সংশ্লিষ্টরা ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য। আমরা ধারণা করি, প্রকৃতির পাঠই সবচাইতে বড়। পারিপার্শ্বিকের পাঠ উত্তরাধিকারের ধারায় পাওয়া। এই দুইটি পথেই বিত্তহীন পরিবারের শিশুরা কিছু শিখিবে— ইহাই প্রত্যয়। যাহারা প্রচলিত ধরনের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ গ্রহণে অভ্যস্ত, তাহারা ঐ শিক্ষাকে হয়তো কোন শিক্ষার আওতায়ই লইতে রাজি হইবেন না। প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম শিক্ষা হইতে কেন তাহাদের বঞ্চিত রাখা হইতেছে, সেই প্রশ্নের কোন জবাব নাই কর্তাদের নিকট। 'ব্রিফ' আজ এই সত্যই তুলিয়া ধরিয়াছে যে, কারিকুলামভিত্তিক প্রথাগত শিক্ষার চাইতে পারিপার্শ্বিক বা জনপ্রতিবেশ শিক্ষা অনেকটাই মৌলিকত্ব দাবি করিতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির সৃজনশীলতা ও মানবতাবোধ আমাদের চর্চিত শিক্ষা চিন্তাকে সামান্য হইলেও ধাক্কা দিবে। শিশুকে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে 'ব্রিফ' স্কুলিং নূতন দিগন্তের সূচনা করিতে পারে। আমরা এই সংস্থাটিকে ধন্যবাদ জানাই এবং অবহেলিত শিশুদের প্রাকৃতিক জ্ঞানভাণ্ডারে পুনর্বাসনের জন্য সাধুবাদ দিই।